দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 09 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী গ্রেগরিয়ান ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, শিক্ষকরা আর আগের মতো ছাত্রদের লেখাপড়া, মননশীলতা এবং সংবেদনশীলতার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। এছাড়া দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আনন্দময় পরিবেশ নেই যে, ছাত্ররা সকালবেলা ওঠে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে। তিনি গতকাল শুক্রবার সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০০১-এ প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমানে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক এমনকি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তিনি স্কুলের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন সিএসসি স্বাগত ভাষণে বলেন, কতিপয় লোকের স্বার্থান্ধতার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচালিত অনেক স্কুল অহেতুক হয়রানির শিকার হচ্ছে। তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নটর ডেম কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল ফাদার যে.এস পিশাতো সিএসসি, অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফিলিপ ডি রোজারিও। শিক্ষক নীলোৎপল সরকারের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্রদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট শিক্ষামন্ত্রী গ্রেগরীয়ান ড. ওসমান ফারুক (মাঝে)।